

সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতিধারা, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সম্ভাবনা

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং সম্ভাবনা

১.১ অধিকাংশ উদীয়মান বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিশেষত চীন ও ভারতের দ্রুত প্রবৃদ্ধিহেতু ২০০৭ সনে বিশ্ব অর্থনীতিতে অব্যাহত জোরালো প্রবৃদ্ধি বজায় থাকে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (IMF) ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO) এর অক্টোবর ২০০৭ ইস্যুতে ২০০৭ সনে বিশ্ব উৎপাদন প্রবৃদ্ধি শতকরা ৫.২ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা ২০০৬ সনের শতকরা ৫.৪ ভাগের নিচে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদি ধারা থেকে লক্ষণীয়ভাবে উপরে অবস্থান করছে (সারণী ১.১)। ২০০৭ সনের জুলাই এ প্রকাশিত প্রক্ষেপণসমূহের তুলনায় WEO এর সর্বশেষ ইস্যুতে প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে নিম্নমুখী সংশোধন করা হয়েছে, যার সাথে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের উর্ধ্বমুখী সংশোধন মিলে যায়। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরো অঞ্চলের জন্য সামান্য এবং যুক্তরাজ্যের জন্য বেশি নিম্নমুখী সংশোধন করা হয়েছে। অপরদিকে, অন্যান্য উদীয়মান বাজার অর্থনীতির এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে চীন ও আসিয়ান-৪ এর প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণে পরিমিত উর্ধ্বমুখী সংশোধন করা হয়েছে। ২০০৭ সনে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর (২০০৬ সনের বিশ্ব উৎপাদনে দেশগুলোর অংশ ছিল শতকরা ৫২.০ ভাগ) প্রবৃদ্ধি শতকরা ২.৫ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়, যেখানে অন্যান্য উদীয়মান বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর (২০০৬ সনের বিশ্ব উৎপাদনে দেশগুলোর অংশ ছিল শতকরা ৪৮.০ ভাগ) প্রবৃদ্ধি শতকরা ৮.১ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.২ অনুকূল আবহাওয়ার কারণে ২০০৭ সনের শুরুতে স্বল্পস্থায়ী পতনে জ্বালানি তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি ৫০ মার্কিন ডলারের ঠিক উপরে নেমে যাওয়ার পর পুনরায় নতুন করে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, শৈত্য আবহাওয়াজনিত চাহিদা বৃদ্ধি, পুনরায় OPEC-ভুক্ত

সারণী ১.১ বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রক্ষেপণ

(বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন)

	২০০৫	২০০৬	২০০৭*	২০০৮*
<b>বিশ্ব উৎপাদন</b>	৪.৮	৫.৪	৫.২	৪.৮
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	২.৫	২.৯	২.৫	২.২
যুক্তরাষ্ট্র	৩.১	২.৯	১.৯	১.৯
জাপান	১.৯	২.২	২.০	১.৭
জার্মানি	০.৮	২.৯	২.৪	২.০
ফ্রান্স	১.৮	২.৮	৩.১	২.৩
ইতালি	১.৭	২.০	১.৯	২.০
যুক্তরাজ্য	০.১	১.৯	১.৭	১.৩
কানাডা	৩.১	২.৮	২.৫	২.৩
নব্য শিল্পায়িত এশীয় দেশসমূহ	৪.৭	৫.৩	৪.৯	৪.৪
<b>অন্যান্য উদীয়মান বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ</b>	৭.৫	৮.১	৮.১	৭.৪
এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহ	৯.২	৯.৮	৯.৮	৮.৮
চীন	১০.৪	১১.১	১১.৫	১০.০
আসিয়ান-৪	৫.১	৫.৪	৫.৬	৫.৬
দক্ষিণ এশিয়া	৮.৬	৯.১	৮.৪	৮.০
বাংলাদেশ	৬.৩	৬.৪	৫.৮	৬.০
ভারত	৯.০	৯.৭	৮.৯	৮.৪
পাকিস্তান	৭.৭	৬.৯	৬.৪	৬.৫
শ্রীলংকা	৬.০	৭.৪	৬.৫	৬.৫
<b>বিশ্ব বাণিজ্য (দ্রব্য ও সেবা)</b>	৭.৫	৯.২	৬.৬	৬.৭
<b>আমদানি</b>				
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	৬.১	৭.৪	৪.৩	৫.০
অন্যান্য উদীয়মান বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ	১২.১	১৪.৯	১২.৫	১১.৩
<b>রপ্তানি</b>				
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	৫.৮	৮.২	৫.৪	৫.৩
অন্যান্য উদীয়মান বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ	১১.১	১১.০	৯.২	৯.০
<b>দ্রব্যমূল্য (মার্কিন ডলারে)</b>				
জ্বালানি তেল	৪১.৩	২০.৫	৬.৬	৯.৫
জ্বালানি তেল-বহির্ভূত	১০.৩	২৮.৪	১২.২	-৬.৭
<b>ভোক্তা মূল্য</b>				
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	২.৩	২.৩	২.১	২.০
অন্যান্য উদীয়মান বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ	৫.২	৫.১	৫.৯	৫.৩
দক্ষিণ এশিয়া	৫.০	৬.৪	৬.৬	৪.৯
বাংলাদেশ	৭.০	৬.৫	৭.২	৬.৩
ভারত	৪.২	৬.১	৬.২	৪.৪
পাকিস্তান	৯.৩	৭.৯	৭.৮	৭.০
শ্রীলংকা	১০.৬	৯.৫	১৭.০	১১.৫

উৎস : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০০৭, আইএমএফ।

\* = প্রক্ষেপণ।

(পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশসমূহের সংস্থা) দেশসমূহের উৎপাদন হ্রাস, এবং OECD (অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা) এর প্রধান অর্থনীতির দেশসমূহের মজুদ হ্রাসের ফলে মার্চের শেষের দিকে ব্যারেল প্রতি প্রায় ৬৫ মার্কিন ডলারে ফিরে আসে। OPEC এর নিম্নতর উৎপাদনের মুখে প্রাথমিক প্রক্ষেপণের তুলনায় অধিকতর চাহিদা বৃদ্ধি, OPEC এর বাইরের দেশসমূহের প্রত্যাশার চেয়ে স্বল্পতর উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং অব্যাহত ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগের ফলে মার্চের শেষের দিক থেকে জ্বালানি তেলের মূল্যে তেজিভাব বজায় থাকে এবং সেপ্টেম্বরে সর্বকালের সর্বোচ্চে উপনীত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধাতুর মূল্যের ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি তেল-বহির্ভূত দ্রব্যসমূহের মূল্য ২০০৭ সনের প্রথম আট মাসে বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে কিছু খাদ্য পণ্যের মূল্যের ব্যাপক বৃদ্ধিও ভূমিকা রাখে। ভোক্তা মূল্যস্ফীতি উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে সংঘাত ছিল এবং ২০০৭ সনে পরিমিত হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.১ ভাগ থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদার ব্যাপক বৃদ্ধি এবং ভোক্তা মূল্য সূচকে খাদ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যে অধিক ভার (weight) প্রদানের ফলে ২০০৭ সনে অন্যান্য উদীয়মান বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি পরিমিত বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫.৯ ভাগে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.৩ ২০০৭ সনে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে শতকরা ৬.৬ ভাগ দাঁড়াতে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়, যা ২০০৬ সনের শতকরা ৯.২ ভাগ এবং পূর্ববর্তী পূর্বাভাসের চেয়ে অনেক কম। ২০০৭ সনে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের এবং অন্যান্য উদীয়মান বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৫.৪ এবং ৯.২ ভাগে দাঁড়াতে এবং তা পূর্ববর্তী পূর্বাভাসের চেয়েও কম। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের এবং অন্যান্য উদীয়মান বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০০৭ সনে হ্রাস পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। সম্প্রতি কার্যকর বিনিময় হারে মার্কিন ডলারের অবমূল্যায়ন এবং বিশ্ব চাহিদা বৃদ্ধির একটি অধিক ভারসাম্যপূর্ণ ধরনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের চলতি হিসাবের ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ২০০৭ সনে জিডিপি'র শতকরা ৫.৫ ভাগে দাঁড়াতে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.৪ ২০০৭ সনের অক্টোবরে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের বিশ্ব আর্থিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত সর্বশেষ

প্রতিবেদনে (GFSR) পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের সাথে তুলনা করে উল্লেখ করা হয় যে, আর্থিক ঝুঁকিসমূহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্তর্নিহিত পরিস্থিতিসমূহ অধিকতর মন্দ অবস্থায় পড়েছে। ইকুইটি বাজার প্রাথমিকভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীলতা বৃদ্ধিসহ ঋণ বাজারের অস্থির পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। যাহোক, পরবর্তীতে ইকুইটি মূল্য তার অবস্থানে ফিরে আসে। জুলাই থেকে আরো অস্থির বিশ্ব আর্থিক বাজার পরিস্থিতি উদীয়মান বাজারসমূহে বন্ডের আয় ব্যবধানসমূহের (spreads) কিছু ব্যাপ্তি এবং ইকুইটি মূল্যের হ্রাস ত্বরান্বিত করলেও সাধারণভাবে বাজারে সম্পদের মূল্যায়ন ঐতিহাসিক উচ্চতার কাছাকাছি অবস্থান করে। অস্থির বাজার পরিস্থিতির শুরু থেকে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সংকোচনের প্রত্যাশা পিছিয়ে যায়। উদীয়মান বাজারসমূহের ক্ষেত্রেও কিছু কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারের চাপ সহজীকরণে তারল্য বৃদ্ধি করেছে, তবে অন্যদের নিকট মূল্যস্ফীতি উদ্বেগ মোকাবেলা করাই প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিরাজ করে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিনিময় হারে প্রকৃত কার্যকরী শর্তে অবমূল্যায়ন অব্যাহত আছে, যেখানে ইউরো, পাউন্ড স্টার্লিং এবং রেনমিনবি উর্ধ্বমূল্যায়নের ধারায় থাকে। জুন পর্যন্ত কিছুটা বেশি দ্রুত অবমূল্যায়নের পর, অস্থির বাজার পরিস্থিতিতে carry trade প্রবাহ সামান্য ঘুরে যাওয়ার ফলে ইয়েনের বিনিময় হার বৃদ্ধিতে ফিরে আসে।

১.৫ আর্থিক বাজারে অস্থিরতা সত্ত্বেও প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুসংহত ব্যালেন্স সীট এবং মূলধন পরিস্থিতি, কর্পোরেট খাতে অধিক উপার্জনশীলতা, শক্তিশালী শ্রম বাজার ও হাউজহোল্ড খাতের নীতি সম্পদের বৃদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হয়ে ২০০৮ সনে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শতকরা ৪.৮ ভাগে থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হয়, যদিও তা ২০০৭ সনের জুলাই এ প্রকাশিত WEO প্রক্ষেপণ অপেক্ষা ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম (সারণী ১.১)। উন্নত অর্থনীতির সকল দেশে প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণে নিম্নমুখী সংশোধন করা হয়েছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নিম্নমুখী সংশোধন করা হয়েছে। অন্যান্য উদীয়মান বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে চীনের ব্যাপক অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও দ্রুত বর্ধিত চলতি হিসাবের উদ্ভূতের ফলে ২০০৮ সনে প্রবৃদ্ধি শতকরা ১০.০ ভাগ উচ্চ হারে বজায় থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার (বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা) প্রবৃদ্ধির হারেও বেশ তেজিভাব থাকবে বলে আশা করা হয়।

২০০৮ সনে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬.৭ ভাগ তেজিভাবে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। জ্বালানি তেল বহির্ভূত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাবে বলে প্রক্ষেপণ করার কারণে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে এবং অন্যান্য বাজার অর্থনীতির ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে উভয় ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.৬ প্রবৃদ্ধি সহায়ক সুষ্ঠু মৌলিক ভিত্তিসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান বাজারসমূহে উলেখযোগ্য অগ্রগতি থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এখনো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি রয়েছে। প্রধান প্রধান ঝুঁকিগুলো হলো : জ্বালানি তেলের উচ্চ ও পরিবর্তনশীল মূল্য, বিশ্ব ভারসাম্যহীনতার অকস্মাৎ পরিব্যাপ্তি, অস্থির আর্থিক বাজার পরিস্থিতি, যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন খাতে সম্ভাব্য অবনতির প্রেক্ষিতে কাজিকত প্রবৃদ্ধির হ্রাস। বিশ্ব প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি উদ্বেগ ও জ্বালানি তেলের বাজারে পরিবর্তনশীলতার ঝুঁকিসমূহ কিছুটা কম ঋণাত্মক রয়েছে, যেহেতু বিশ্ব প্রবৃদ্ধি কিছুটা সমন্বিত হওয়ার মাধ্যমে সরবরাহ বিঘ্নতা এবং পণ্য বাজারের চাপ হ্রাস পাবে। অব্যাহত বিশ্ব ভারসাম্যহীনতার ঝুঁকি একটি উদ্বেগ হিসেবে বিরাজ করছে। ভারসাম্যহীনতার সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে WEO দীর্ঘকাল যাবৎ কতগুলো মৌলিক কার্যক্রমের উলেখ করে আসছে, যার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চয় বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ; উদীয়মান এশিয়ায় বিনিময় হার বৃদ্ধিসহ অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ; ইউরো অঞ্চল ও জাপানের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি উন্নীতকরণে কাঠামোগত সংস্কার; এবং জ্বালানি তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহের চাহিদা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ। যেহেতু বিশ্ব প্রবৃদ্ধি এর পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে, তাই নীতি নির্ধারকদের জন্য আসন্ন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে টেকসই ধারায় বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনা অব্যাহত রাখা। অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, যা তাদের অর্থনীতির চক্রাকার পরিস্থিতির এবং মূল্যস্ফীতিজনিত চাপের মাত্রার ভিন্নতায় প্রতিফলিত। আর্থিক বাজারে অস্থিরতা হেতু প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি হ্রাসের সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে ইউরো অঞ্চলের মুদ্রানীতিতে স্থিতিবস্থা বজায় থাকে। যাহোক, পরবর্তীতে পুনরায় সংকোচনশীল মুদ্রানীতির প্রয়োজন হতে পারে। Hong Kong SAR-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে কৃষি ও উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদানপূর্বক সমঝোতার মধ্যবর্তী পদক্ষেপসমূহের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়,

যা Doha Round-এর পর এ ধরনের দ্বিতীয় সম্মেলন ছিল। বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি প্রদানের জন্য একটি সাফল্যজনক সমঝোতার প্রয়োজন রয়েছে।

### বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

১.৭ অর্থবছর ০৭-এর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক অস্থিরতা, মজুতদারিবিরোধী অভিযান এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অভ্যন্তরীণ সরবরাহ প্রক্রিয়ায় বিঘ্নতা সৃষ্টি এবং শস্য উৎপাদনে নিম্নতর প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও অর্থবছর ০৭-এ (জুলাই ২০০৬ - জুন ২০০৭) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দৃঢ় প্রবৃদ্ধি বজায় থাকে। মূলত সেবা খাতের জোরালো বৃদ্ধি এবং শিল্পখাতের কর্মকাণ্ডের উলেখযোগ্য সম্প্রসারণের কারণে এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রেখে সর্বোচ্চ টেকসই পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতি-পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখে। অর্থবছর ০৭-এ জোরালো শতকরা ৬.৫ ভাগ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে এ নীতি-পদক্ষেপসমূহ অবদান রাখে, যা অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৬.৬ ভাগ প্রবৃদ্ধির তুলনায় সামান্য কম। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার ২০০৬ সনের জুনের শতকরা ৭.১৬ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সনের জুনে শতকরা ৭.২০ ভাগে দাঁড়ায় এবং একই সময়ে ভোক্তা মূল্য সূচক দ্বারা নির্ণীত বারো মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি শতকরা ৯.২০ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ০৭-এ ব্যাপক মুদ্রার (M2) প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৭.১ ভাগে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ১৯.৩ ভাগ অপেক্ষা কম কিন্তু শতকরা ১৪.৭ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি। অর্থবছর ০৭-এ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ শতকরা ১৪.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ শতকরা ১৫.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি ও আমদানি উভয় খাতের দৃঢ় প্রবৃদ্ধি এবং বিদেশ থেকে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ০৭-এ বৈদেশিক খাতে শক্তিশালী অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন ডলারের ভিত্তিতে রপ্তানি আয় শতকরা ১৫.৮ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যেখানে আমদানি পরিশোধের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৬.৬ ভাগ সহনীয় পর্যায়ে বজায় থাকে। একই সময়ে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ যথেষ্ট পরিমাণে শতকরা ২৪.৫ ভাগে বৃদ্ধি পায়। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের ব্যাপক বৃদ্ধি বাণিজ্য ঘাটতি (জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পণ্যমূল্যের অধিক বৃদ্ধিজনিত) ও সেবা ঘাটতিকে অতিক্রম করে দেশের বৈদেশিক চলতি হিসাবের ভারসাম্যে

উলেখযোগ্য উদ্বৃত্ত অব্যাহত রাখে। চলতি হিসাবের ভারসাম্যের উলেখযোগ্য উদ্বৃত্ত এবং আর্থিক হিসাবের উদ্বৃত্তে লক্ষ্যণীয় বৃদ্ধির কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে বেশ বড় আকারের উদ্বৃত্ত অবস্থা বজায় থাকে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

**প্রবৃদ্ধির গতিধারা**

১.৮ সরবরাহের দিক থেকে শিল্প খাতের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি এবং সেবা খাতে অব্যাহত জোরালো প্রবৃদ্ধি কৃষি খাতের নিম্নতর প্রবৃদ্ধিকে দূরীভূত করার ফলে অর্থবছর ০৭-এ প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি শতকরা ৬.৫ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ০৬-এ কৃষি খাতে বন্যাভোগের উচ্চ শতকরা ৪.৯ ভাগ প্রবৃদ্ধির স্থলে অর্থবছর ০৭-এ শস্য ও শাক-সবজি উপ-খাতে নিম্নতর প্রবৃদ্ধির কারণে কৃষি খাতে পরিমিত শতকরা ৩.২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। (সারণী ১.২)। দেশে এভিয়ান ফু এর প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও অর্থবছর ০৭-এ পশু সম্পদ উপ-খাতে শতকরা ৫.৯ ভাগ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, যদিও তা অর্থবছর ০৬-এর প্রবৃদ্ধির তুলনায় পরিমিতভাবে কম। অর্থবছর ০৭-এ বনজ সম্পদ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার সামান্য বৃদ্ধি পায়।

১.৯ অর্থবছর ০৭-এ শিল্প খাতে ব্যাপক শতকরা ৯.৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৯.৭ ভাগ থেকে সামান্য কম। অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাতে অব্যাহত অগ্রগতি সাধিত হয়, যা শিল্প খাতে এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। খনিজ ও খনন উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পায়। বিদ্যুৎ উৎপাদন স্বল্পতার কারণে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ উপ-খাতে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৫.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, অর্থবছর ০৬-এ যা ছিল শতকরা ৭.৭ ভাগ। নির্মাণ উপ-খাতেও প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে শতকরা ৭.১ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ০৬-এ ছিল শতকরা ৮.৩ ভাগ।

১.১০ সেবা খাতে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৬.৭ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৬.৪ ভাগের তুলনায় সামান্য বেশি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ধারার বেশ উপরে অবস্থান করে। কিছুটা উঠানামা সত্ত্বেও এ খাতের বিভিন্ন উপ-খাতগুলোতে বেশ সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। শিল্প উৎপাদন এবং বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থবছর ০৭-এ সেবা খাতে বর্ধিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

**সারণী ১.২ মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার**

(অর্থবছর ৯৬'র স্থির বাজার মূল্যে শতকরা হার)

খাত/উপ-খাত	অর্থবছর ৯১-০০ (গড়)	অর্থবছর ০১-০৭ (গড়)	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭ <sup>সা</sup>
<b>১। কৃষি</b>	<b>৩.২</b>	<b>৩.০</b>	<b>৪.৯</b>	<b>৩.২</b>
ক) কৃষি ও বনজ	২.১	৩.২	৫.২	৩.০
১) শস্য ও শাক-সবজি	১.৮	২.৬	৫.০	১.৯
২) পশু সম্পদ	২.৫	৫.২	৬.২	৫.৯
৩) বনজ সম্পদ	৩.৬	৪.৮	৫.২	৫.৩
খ) মৎস্য সম্পদ	৮.২	২.১	৩.৯	৪.০
<b>২। শিল্প</b>	<b>৭.০</b>	<b>৮.১</b>	<b>৯.৭</b>	<b>৯.৫</b>
ক) খনিজ ও খনন	৬.০	৮.১	৯.৩	১০.০
খ) শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	৬.৯	৮.০	১০.৮	১১.২
১) বৃহৎ ও মাঝারি	৭.০	৮.০	১১.৪	১১.৬
২) ক্ষুদ্র	৬.৮	৮.১	৯.২	১০.৩
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৫.৫	৭.৭	৭.৭	৫.৪
ঘ) নির্মাণ	৭.৫	৮.২	৮.৩	৭.১
<b>৩। সেবা খাত</b>	<b>৪.৫</b>	<b>৫.৯</b>	<b>৬.৪</b>	<b>৬.৭</b>
ক) পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৫.৭	৬.৭	৬.৮	৭.৪
খ) হোটেল ও রেস্টোরাঁ	৫.৫	৭.২	৭.৫	৮.২
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৪.৬	৭.৪	৮.০	৮.২
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৪.৮	৭.৩	৮.৫	৭.৫
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা	৩.৫	৩.৬	৩.৭	৩.৮
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৬.৮	৭.০	৮.২	৮.৫
ছ) শিক্ষা	৬.১	৮.০	৯.১	৯.০
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৪.০	৬.৪	৭.৮	৭.৬
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	২.৮	৩.৮	৪.১	৪.৫
জিডিপি (অর্থবছর ৯৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	৪.৮	৫.৮	৬.৬	৬.৫

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।  
সা = সাময়িক।

১.১১ প্রধান প্রধান উপাদানসমূহের সম্প্রসারণহেতু চাহিদার ব্যাপকভিত্তিক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত অভ্যন্তরীণ চাহিদা অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৫.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়, অর্থবছর ০৬-এ যা ছিল শতকরা ৫.৫ ভাগ। অভ্যন্তরীণ চাহিদার দু'টো উপাদান - ভোগ ও বিনিয়োগ অর্থবছর ০৭-এ যথাক্রমে শতকরা ৫.২ ও ৭.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়, অর্থবছর ০৬-এ যা ছিল শতকরা ৪.৪ ও ৮.৩ ভাগ। অর্থবছর ০৭-এ দ্রব্য ও সেবার রপ্তানির পরিমাণ শতকরা ২৭.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, অর্থবছর ০৬-এ যা ছিল শতকরা ২৫.৮ ভাগ।

**সঞ্চয় ও বিনিয়োগ**

১.১২ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ২০.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ

শতকরা ২০.৫ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ২৪.৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ২৪.৩ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.১)। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে সঞ্চয়-বিনিয়োগে ব্যবধান (gap) অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৪.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৩.৮ ভাগে দাঁড়ায়, যা বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নীট উপকরণ আয় দ্বারা অর্থায়িত হয়।

### মূল্য পরিস্থিতি

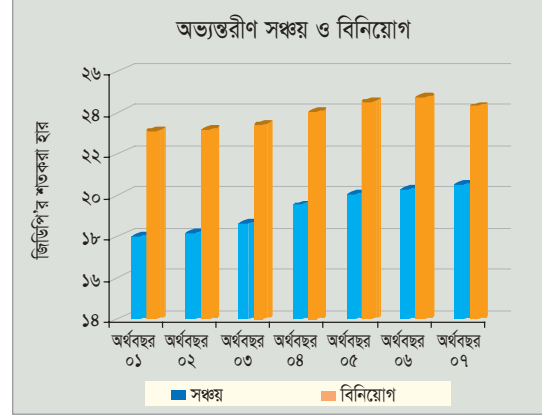
১.১৩ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানিসহ কিছু পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, সরবরাহজনিত প্রতিবন্ধকতা ও মুদ্রা সরবরাহজনিত চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ভোক্তা মূল্য সূচকে নির্ণীত মূল্যস্ফীতির অর্থবছর ০৬-এর উর্ধ্বগতির ধারা অর্থবছর ০৭-এ অব্যাহত ছিল (চার্ট ১.২)। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের আমদানির শঙ্কগতির সূত্রে এসব পণ্যের অভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পায়। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার (ভিত্তি : অর্থবছর ৯৬) জুন ২০০৬ শেষের শতকরা ৭.১৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০৭ শেষে শতকরা ৭.২০ ভাগে দাঁড়ায়। ভোক্তা মূল্য সূচকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি উলেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০৬ শেষের শতকরা ৭.৮ ভাগ থেকে জুন ২০০৭ শেষে শতকরা ৮.১ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০০৬ শেষের শতকরা ৬.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০০৭ শেষে শতকরা ৫.৯ ভাগে দাঁড়ায়।

### মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

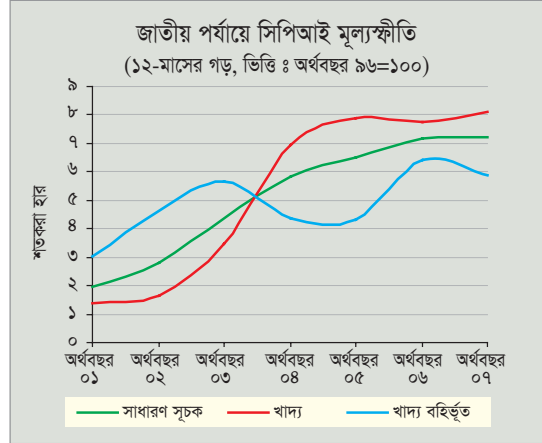
১.১৪ মূল্যস্ফীতির স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পাশাপাশি সম্ভাব্য সর্বোচ্চ টেকসই প্রকৃত উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ০৭-এ সতর্ক মুদ্রানীতি কৌশল অব্যাহত রাখে। নীতিসূচক সুদের হারসমূহের (policy interest rates) যথাঃ পুনঃক্রয় চুক্তি ও বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তির সুদের হার, ট্রেজারী বিল ও বন্ডের আয়ের হারের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি এবং অক্টোবর ২০০৬ এ বাংলাদেশ ব্যাংক বিল এর পুনঃপ্রচলন জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশিত পর্যায়ে থাকতে সাহায্য করে। মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে সতর্ক মুদ্রানীতি গ্রহণের পাশাপাশি সরকারের কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ অব্যাহত ছিল।

১.১৫ অর্থবছর ০৭-এ ব্যাপক মুদ্রার (M2) প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ১৭.১ ভাগ, যা অর্থবছর ০৬-এর শতকরা

চার্ট ১.১



চার্ট ১.২



১৯.৩ ভাগ প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম কিন্তু শতকরা ১৪.৭ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি। চার্ট ১.৩ ও ১.৪ এ আর্থিক সম্পদ ও ব্যাপক মুদ্রার উৎসসমূহের প্রবৃদ্ধির গতিধারা দেখানো হয়েছে। নীট বৈদেশিক সম্পদ প্রক্ষেপিত মাত্রার তুলনায় অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাপক মুদ্রার এ প্রবৃদ্ধি ঘটে। ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ শতকরা ১৬.৮ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের শতকরা ১৭.৯ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৪৯.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার হ্রাস করায় সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত শতকরা ১৩.৭ ভাগ ও পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ৩০.৬ ভাগের তুলনায় শতকরা ১২.৫ ভাগ হয়। বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ অর্থবছর ০৭-এ উলেখযোগ্যভাবে শতকরা ১৫.১

ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১৮.৩ ভাগের তুলনায় কম, তবে প্রক্ষেপিত শতকরা ১৩.৯ ভাগের তুলনায় বেশি।

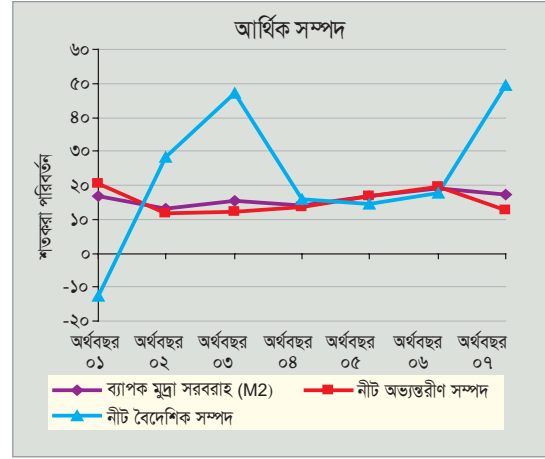
১.১৬ অর্থবছর ০৬-এ ব্যাপক মুদ্রার উপাদানগুলোর মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা নোট ও মুদ্রা এবং চলতি আমানত (শতকরা ১৭.৬ ভাগ) মেয়াদি আমানত (শতকরা ১৬.৯ ভাগ) অপেক্ষা উচ্চ হারে বৃদ্ধি পায়, যা উচ্চতর মূল্যস্ফীতিজনিত প্রত্যাশার প্রতিফলন করে। মুদ্রার আয় গতি (income velocity of money) অর্থবছর ০৬-এর ২.৩ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ২.২ এ দাঁড়ায়, যা অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রায়ন (monetization) এবং আর্থিক গভীরায়ন (financial deepening) নির্দেশ করে।

১.১৭ অর্থবছর ০৫ পর্যন্ত বিগত কয়েক বছর যাবৎ পরিলক্ষিত সুদের হারের ক্রমাশয়ে হ্রাসের ধারা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সতর্ক মুদ্রানীতি ভঙ্গি গ্রহণের কারণে অর্থবছর ০৬-এ ঘুরে যায় এবং অর্থবছর ০৭-এ অব্যাহত থাকে। ব্যাংক ঋণের উপর প্রদেয় সুদের ভারীত গড় হার জুন ২০০৬ শেষের শতকরা ১২.১ ভাগ থেকে পরিমিত বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০৭ শেষে শতকরা ১২.৮ ভাগে দাঁড়ায়। একই সময়ে ব্যাংক আমানতের উপর সুদের ভারীত গড় হার শতকরা ৬.৭ ভাগ থেকে শতকরা ৬.৯ ভাগে বৃদ্ধি পায়।

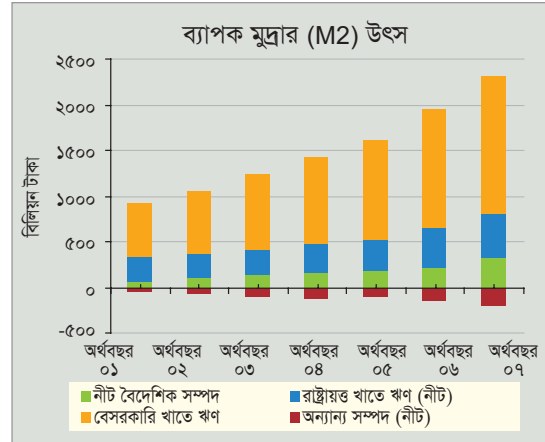
#### সরকারি অর্থসংস্থান

১.১৮ অর্থবছর ০৭-এর বাজেটের মৌল ভিত্তি ছিল দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রে নির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো। এ বাজেটে রাজস্ব নীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। অর্থবছর ০৭-এর বাজেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে সহায়তা দান। অর্থবছর ০৭-এর বাজেটের মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য নিরসন। সরকার দারিদ্র্য সমস্যার সাথে অস্বয়যুক্ত বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করে। এসব কৌশলসমূহের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী সম্প্রসারণের মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক সুশাসন নিশ্চিত করা এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অর্থবছর ০৭-এর বাজেটে মোট সরকারি ব্যয় শতকরা ১৪.২ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়, যাতে চলতি

চার্ট ১.৩



চার্ট ১.৪



ব্যয় শতকরা ১৩.৬ ভাগ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) ব্যয় শতকরা ২০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য ব্যয় শতকরা ১১.৫ ভাগ হ্রাস পায়। অর্থবছর ০৭-এর জন্য প্রক্ষেপিত মোট সরকারি ব্যয়ের এ বৃদ্ধি রাজস্ব প্রাপ্তির প্রক্ষেপিত শতকরা ১৭.১ ভাগ বৃদ্ধির চেয়ে কম, যেখানে সার্বিক বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র শতকরা হার হিসেবে অর্থবছর ০৬-এর ৩.৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৩.৭ ভাগে দাঁড়াতে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.১৯ সংশোধিত বাজেটে, জিডিপি'র শতকরা হার হিসেবে রাজস্ব আয় অর্থবছর ০৬-এর ১০.৮ ভাগের তুলনায় হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১০.৬ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে

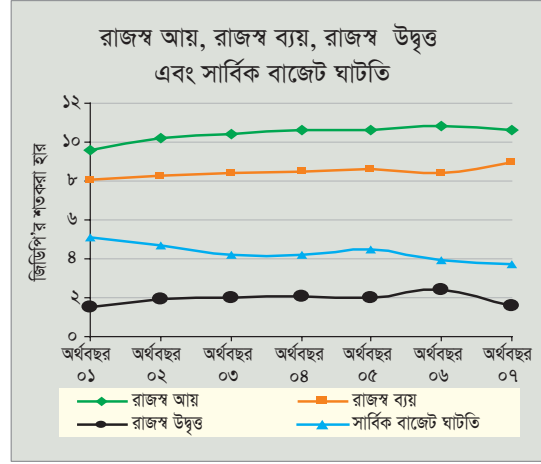
জিডিপি'র শতকরা হার হিসেবে রাজস্ব ব্যয় অর্থবছর ০৬-এর ১৪.৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১৪.৩ ভাগে দাঁড়ায়। সে অনুযায়ী, সার্বিক বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র শতকরা হার হিসেবে অর্থবছর ০৬-এর ৩.৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৩.৭ ভাগে দাঁড়ায়, যা কঠোর রাজস্ব শৃঙ্খলা ও কৃচ্ছতা অবলম্বনের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাসকে প্রতিফলিত করে (চার্ট ১.৫)। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঘাটতি অর্থায়ন অর্থবছর ০৬-এর জিডিপি'র শতকরা ২.০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ জিডিপি'র শতকরা ২.১ ভাগে দাঁড়ায়। বাজেট ঘাটতির অবশিষ্ট অংশ বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়ন করা হয়, যা জিডিপি'র শতকরা হিসেবে অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় কম (চার্ট ১.৬)। সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ দায়ের স্থিতি ২০০৬ সনের জুন শেষের জিডিপি'র শতকরা ১৬.৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সনের জুন শেষে জিডিপি'র শতকরা ১৬.৮ ভাগে দাঁড়ায়।

### বৈদেশিক খাত

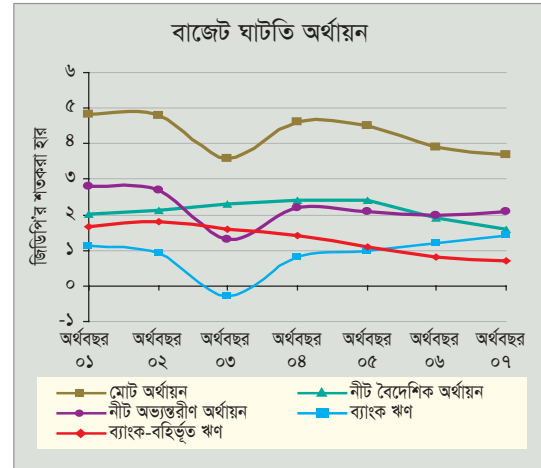
১.২০ অর্থবছর ০৭-এ রপ্তানি ও আমদানি খাতে ব্যাপক ও সম্ভোষণক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের দৃঢ় ও অব্যাহত প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। রপ্তানি (এফওবি) অর্থবছর ০৬-এর ১০,৪১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১৫.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১২,০৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ অর্থবছর ০৬-এর ৪,৮০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ২৪.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৫,৯৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যেখানে আমদানি (এফওবি) অর্থবছর ০৬-এর ১৩,৩০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১৫,৫১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ফলে, অর্থবছর ০৭-এ চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৯৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উলেখযোগ্য উদ্বৃত্ত অর্জিত হয়। রপ্তানি ও আমদানি জিডিপি'র শতকরা হার হিসেবে অর্থবছর ০৬-এর যথাক্রমে ১৬.৮ ও ২১.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১৭.৮ ও ২২.৯ ভাগে দাঁড়ায়।

১.২১ অর্থবছর ০৭-এ রপ্তানি আয় প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা কম হলেও মোটামুটি ভালো প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। তৈরি পোশাক (RMG) খাতে উলেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। বিশেষ করে, নীটওয়্যারের রপ্তানিতে (মোট রপ্তানির শতকরা ৩৭.৪ ভাগ) শতকরা ১.৩ ভাগ একক মূল্য হ্রাস সত্ত্বেও মূলত পরিমাণ শতকরা ২০.৯ ভাগ বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর

চার্ট ১.৫



চার্ট ১.৬



০৭-এ শতকরা ১৯.৩ ভাগ দৃঢ় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। অর্থবছর ০৭-এ ওভেন পোশাক পরিচ্ছদের রপ্তানি (মোট রপ্তানির শতকরা ৩৮.২ ভাগ) শতকরা ৬.৭ ভাগ একক মূল্য হ্রাসের প্রেক্ষিতে মূলত পরিমাণ শতকরা ২২.২ ভাগ বৃদ্ধির কারণে শতকরা ১৪.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি (মোট রপ্তানির শতকরা ৪.২ ভাগ) পরিমাণ ও একক মূল্য উভয়ের বৃদ্ধির কারণে শতকরা ১২.২ ভাগ জোরালো প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। আলোচ্য অর্থবছরে একক মূল্য বৃদ্ধির কারণে চামড়ার রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়, যেখানে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল। রপ্তানির পরিমাণ হ্রাসের কারণে চা এর রপ্তানি শতকরা ৪২.০ ভাগ হ্রাস পায়, যেখানে একক মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, হোম টেক্সটাইল,

এবং সিরামিক টেবলওয়ার এর রপ্তানি বিগত বছরের অর্জন এবং লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি হয়, যা রপ্তানি ভিত্তের বহুমুখীকরণ ধারার একটি প্রতিফলন।

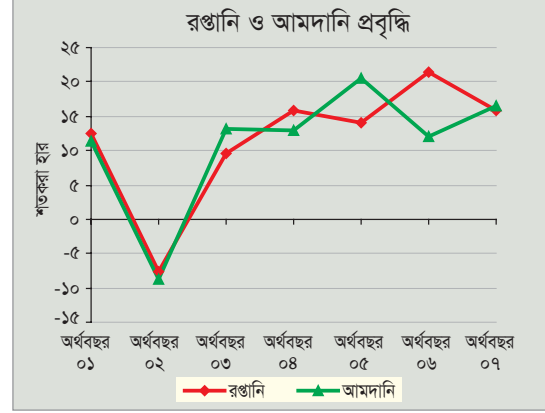
১.২২ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানিসহ কিছু পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং শস্য উৎপাদনে নিম্নতর প্রবৃদ্ধির কারণে অধিক খাদ্যশস্য আমদানির ফলে অর্থবছর ০৭-এ মোট আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ০৭-এ যেসব পণ্যের আমদানি উলেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় সেগুলো হলো : চাল, গম, চিনি, ডাল, এবং ভোজ্য তেল, যা আন্তর্জাতিক বাজারে এসব পণ্যের উচ্চ মূল্য বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, টেক্সটাইল ও তৎজাত সামগ্রী, সূতা, এবং তুলা এর আমদানিও উলেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, যা শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে। মূলধনী যন্ত্রপাতির ব্যাপক আমদানি বৃদ্ধি মূলত দেশের বিনিয়োগ কার্যক্রমের গতিশীলতার প্রতিফলন করে।

১.২৩ অর্থবছর ০৭-এর অপেক্ষাকৃত বেশি বাণিজ্য ঘাটতি এবং সেবা ঘাটতি সত্ত্বেও আলোচ্য অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণের ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে দেশের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উলেখযোগ্য উদ্বৃত্ত দেখা যায়।

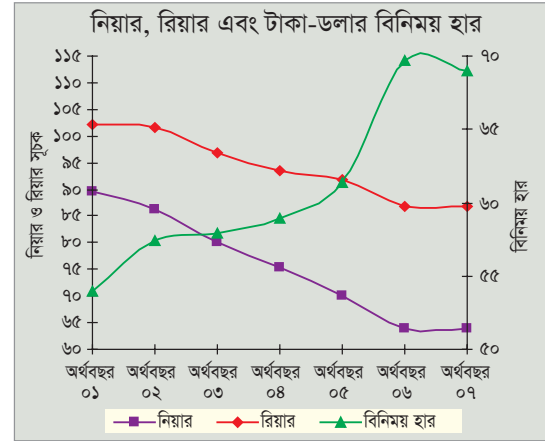
১.২৪ চলতি হিসাবের ভারসাম্যে লক্ষণীয় অগ্রগতি এবং আর্থিক হিসাবে ব্যাপকতর উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য অর্থবছর ০৬-এর ৩৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১,৪৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উলেখযোগ্য উদ্বৃত্তে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ অর্থবছর ০৬ শেষের ৩,৪৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১,৫৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭ শেষে ৫,০৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা প্রায় ৩.৯ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমপরিমাণ।

১.২৫ ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থার অধীনে অর্থবছর ০৭-এ বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। অর্থবছর ০৭-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে টাকা-ডলার বিনিময় হার চাপের মুখোমুখি হয়, যেখানে বিনিময় হারের সীমা ৬৯.৪৯-৬৯.৮৫ টাকার মধ্যে ছিল। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের প্রারম্ভে টাকা হারানো মূল্য ফিরে পেতে শুরু করে এবং ২০০৬ সনের মধ্য অক্টোবরে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি মার্কিন ডলারে ৬৬.০০ টাকা পর্যন্ত দাঁড়ায়। কিন্তু

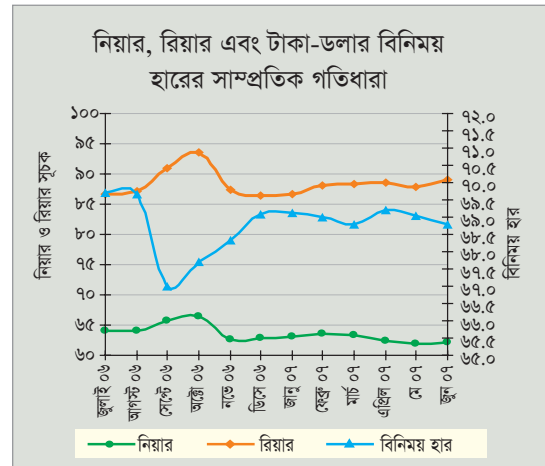
চাট ১.৭



চাট ১.৮



চাট ১.৯



ইহা পুনরায় দুর্বল হতে থাকে এবং ২০০৬ সনের নভেম্বর শেষে টাকার অবমূল্যায়ন হয়ে প্রতি মার্কিন ডলারে রেকর্ড উচ্চ ৭২.৯৫ টাকা পর্যন্ত দাঁড়ায়। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সূত্রে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে তারল্য বৃদ্ধির ফলে আলোচ্য অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে টাকার মূল্যে কিছুটা বৃদ্ধির ধারা পরিলক্ষিত হয়, যেখানে বিনিময় হারের সীমা ৬৮.৮০-৭০.৫৫ টাকার মধ্যে ছিল। যাহোক, অর্থবছর ০৭ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হারে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীলতা বজায় ছিল, যেখানে বিনিময় হার ৬৮.৭০-৬৯.৩০ টাকার মধ্যে ছিল। বাজারের অতিরিক্ত তারল্য প্রশমনে অর্থবছর ০৭-এ বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে ৬৪৯.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছিল। নমিনাল (nominal) টাকা-ডলার বিনিময় হারে জুন ২০০৬ শেষের ১ মার্কিন ডলার= ৬৯.৭৩ টাকা থেকে টাকা শতকরা ১.৩ ভাগ উর্ধ্বমূল্যায়িত হয়ে জুন ২০০৭ শেষে ১ মার্কিন ডলার= ৬৮.৮০ টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট ১.৮)। নমিনাল কার্যকর বিনিময় হারে অর্থবছর ০৭-এ টাকার শতকরা ২.৯ ভাগ অবমূল্যায়ন ঘটে। যাহোক, বাণিজ্যের অংশীদার দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি হারের আধিক্যহেতু অর্থবছর ০৭-এ টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারের শতকরা ২.৪ ভাগ বৃদ্ধি ঘটে।

১.২৬ বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ২০০৬ সনের জুন শেষের ১৮,৬০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সনের জুন শেষে ১৯,৭০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এ স্থিতি মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা হার হিসেবে ২০০৭ সনের জুন শেষে শতকরা ২৯.১ ভাগে দাঁড়ায়, যা ২০০৬ সনের জুন শেষে ছিল শতকরা ৩০.০ ভাগ। অর্থবছর ০৭-এ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় ৩৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা শতকরা ৫.৭ ভাগ বেশি। ঋণ-সেবা/রপ্তানি আয় অনুপাত অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৬.৪ ভাগ থেকে কমে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৫.৮ ভাগে দাঁড়ায়।

### বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সম্ভাবনা

১.২৭ বিশ্ব ও দক্ষিণ এশীয় অর্থনীতিতে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নিম্ন মূল্যস্ফীতির মধ্য মেয়াদি

<sup>১</sup> ২০০৫ সনের অক্টোবর মাসে সরকার কর্তৃক 'Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction' শিরোনামে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) ঘোষিত হয়। অতঃপর ২০০৭ সনের জুনে MTMF এর প্রক্ষেপণসমূহ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক হালনাগাদ করা হয়েছে।

পূর্বাভাসের প্রেক্ষাপটে এবং অব্যাহতভাবে বাস্তবসম্মত নীতিমালা অনুসরণ এবং চলমান কাঠামোগত সংস্কারের অগ্রগতির আলোকে বাংলাদেশের স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনুকূলে থাকবে বলে মনে হয়। দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের<sup>১</sup> (পিআরএসপি) হালনাগাদকৃত মধ্য মেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে (Medium Term Macroeconomic Framework, MTMF) উন্নত সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অন্তর্নিহিত অভিঘাতসহনশীলতা, সামগ্রিক কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির তেজিভাব, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দৃঢ় প্রবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশ ও বিনিয়োগ পরিস্থিতির পর্যাপ্ত অগ্রগতি, SOE (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান) ও NCB (রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক) সংস্কারসহ অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিসমূহের চলমান বাস্তবায়ন সহায়তায় প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ০৮-এ শতকরা ৭.০ ভাগে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১০ পর্যন্ত শতকরা ৭.০ ভাগ বা এর উপরে বজায় থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-২ এর সারণী ৩)। MTMF এ প্রদর্শিত প্রবৃদ্ধি হারসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহায়তায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদ আহরণের মাধ্যমে মোট দেশজ বিনিয়োগ অর্থবছর ০৮-এর জিডিপি'র শতকরা ২৬.২ ভাগ থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৯-এ শতকরা ২৭.৪ ভাগ ও অর্থবছর ১০-এ শতকরা ২৮.১ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। মূল্য স্থিতিশীলতা বজায়ের লক্ষ্যে সতর্ক রাজস্ব ও বাণিজ্য নীতির সহযোগে একটি যথাযথ সতর্ক সংযত মুদ্রানীতি কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ০৮-এর শতকরা ৬.৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১০-এ শতকরা ৫.০ ভাগে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। সিপিআই ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে ব্যাপক মুদ্রার (M2) প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ০৮-এর শতকরা ১৫.০ ভাগ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১০-এ শতকরা ১৩.০ ভাগে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। এ মুদ্রানীতি ভঙ্গির পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কর্পোরেটাইজেশন ও পুনর্বিন্যাসের উপর গুরুত্ব প্রদান করছে, যা আর্থিক খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং এর অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধি করে মুদ্রার স্থিতিশীলতার দৃঢ়তা আনয়নে ভূমিকা রাখবে। MTMF-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, fiscal sustainability রক্ষা করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (MDG) অর্জন সহায়তায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় এবং বেসরকারি

খাতে বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে রাজস্ব নীতি পরিচালনা করা হবে। কর ব্যবস্থার সুসংহতকরণ এবং কর প্রশাসন শক্তিশালীকরণ এবং পুনর্গঠনের মাধ্যমে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ০৮-এর শতকরা ১০.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১০-এ শতকরা ১১.২ ভাগে দাঁড়াতে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও সততা নিশ্চিত করে সাম্প্রতিক সংস্কার পদক্ষেপ সহযোগে ব্যাপক দারিদ্র্যের দ্রুত হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন ও বজায় রাখার জন্য ব্যয়-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ০৮-এ শতকরা ১৬.৪ ভাগ, অর্থবছর ০৯-এ ১৪.৯ ভাগ এবং অর্থবছর ১০-এ ১৫.০ ভাগে দাঁড়াতে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। ফলস্বরূপ, সার্বিক বাজেট ঘাটতি অর্থবছর ০৮-এ জিডিপি'র শতকরা ৫.৬ ভাগে থাকবে এবং অর্থবছর ০৯ ও অর্থবছর ১০-এ জিডিপি'র শতকরা ৩.৮ ভাগে স্থিতিশীল থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। অর্থবছর ০৮-এর বেশি বাজেট ঘাটতি প্রক্ষেপণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের পুঞ্জীভূত ক্ষতি হতে উদ্ভূত বড় আকারের দায় অন্যতম বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পরবর্তী বছরসমূহে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মোটামুটি সমান অনুপাতে বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রপ্তানির পরিমাণ অর্থবছর ০৮ থেকে অর্থবছর ১০-এ শতকরা ১৮.০ ভাগ বা এর উপরে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। আমদানির প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ০৮-এর শতকরা ১৯.০ ভাগ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১০-এ শতকরা ১৭.০ ভাগে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে অর্থবছর ০৮ ও অর্থবছর ০৯-এ যথাক্রমে শতকরা ০.৭ ও ০.১ ভাগ উদ্বৃত্ত এবং অতঃপর অর্থবছর ১০-এ শতকরা ০.৪ ভাগ ঘাটতি অবস্থা বজায় থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। মোট বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৮-এ ৫,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থবছর ০৯-এ ৬,১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অর্থবছর ১০-এ ৭,১৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াতে, যা প্রক্ষেপিত বছরসমূহে ন্যূনতম ২.৮ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমপরিমাণ বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.২৮ MTMF এ বর্ণিত সম্ভাবনা কতিপয় স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি নিম্নমুখী ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতে পারে, যথা : (১) মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিজনিত চাপ, (২) আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের অব্যাহত উচ্চ মূল্য, (৩) জ্বালানি দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ স্বল্পমূল্য (under-pricing), (৪)

অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ (বিশেষত বিদ্যুৎ, বন্দর ও পরিবহন ক্ষেত্রে), (৫) চীনের উপর আরোপিত বাধা অবসানে ২০০৮ সনের পর তৈরি পোশাক উপ-খাতে সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাব, (৬) ২০০৮ সনের শেষে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এসব ঝুঁকির বাইরে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিশেষত অর্থবছর ০৮-এর অর্থনৈতিক অগ্রগতি উক্ত অর্থবছরের প্রথমার্ধে সংঘটিত বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় সিডরের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি এনালাইসিস ইউনিট (পিএইউ) অর্থবছর ০৮-এর জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৬.২ থেকে ৬.৫ ভাগের মধ্যে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করেছে। তবে ইহা আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসিয়াল অবস্থান প্রকাশ করে না। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসমূহের অনুঘাটতি পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ তথ্যসমূহের আলোকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির এ হারে সংশোধন করা হতে পারে।

১.২৯ মূল্যস্ফীতির হার স্থিতিশীল রাখা নীতি নির্ধারকদের জন্য একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ; কারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে একটি নিম্ন ও স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতির হার গুরুত্বপূর্ণ। মূলত খাদ্য ও জ্বালানি তেলসহ আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধিজনিত চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ ও এশীয় দেশসমূহে মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়ছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত উৎপাদন ক্ষয়ক্ষতির কারণে মূল্যস্ফীতির উপর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থবছর ০৮-এর ১২-মাস গড় ভিত্তিক সিপিআই মূল্যস্ফীতি শতকরা ৮.১ থেকে ৮.৫ ভাগে থাকবে বলে পিএইউ-এর সাময়িক প্রক্ষেপণে উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সতর্ক মুদ্রানীতি অব্যাহত রাখাসহ ব্যবসায় সিডিকেট নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি এবং দেশের বাইরে কিছু দ্রব্যের চোরালান প্রতিরোধে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি সংযত রাখতে সাহায্য করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। অধিকন্তু, বাংলাদেশ রাইফেলস্ কর্তৃক পরিচালিত খোলা বাজার কার্যক্রম, টিসিবি এর অধীনে প্রয়োজনীয় পণ্যাদি বিক্রয়, বাজেটে ঘোষিত নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যাদির উপর আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার, সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য আমদানি, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ জোরদারকরণ, সার ও ডিজেলের উপর ভর্তুকির প্রভিশন, এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। ভোক্তা সাধারণের দুর্দশা লাঘবে ভোক্তার

অধিকার সুরক্ষণে একটি আইনী কাঠামো বর্তমানে সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। নতুন আমদানিকারকদের জন্য সহজতর শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান, খাদ্য পণ্যের জন্য এলসি মার্জিন সহজীকরণ, গ্রাহক সুবিধার জন্য সময়সীমা বৃদ্ধি, এবং সরবরাহজনিত বিঘ্নতা সহজীকরণে অধিক কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে কৃষি খাতে গবেষণা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে উলেখযোগ্য বরাদ্দ বৃদ্ধি অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা দরকার।

১.৩০ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের অব্যাহত উচ্চ মূল্য দেশের লেনদেন ভারসাম্যের উপর চাপ বৃদ্ধি করে এবং রাজস্ব ও মুদ্রানীতির স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে বিধায় জ্বালানি দ্রব্যসমূহের অভ্যন্তরীণ নির্দেশিত মূল্যের পুনরায় যৌক্তিকীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিরক্ষণের কিছু ব্যবস্থা রেখে জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের সাথে দেশীয় মূল্যের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় সাধন সম্বলিত একটি মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। অধিকন্তু, দেশীয় বিকল্প জ্বালানির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানিকৃত জ্বালানি দ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর প্রয়োজন রয়েছে।

১.৩১ স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অর্জন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলকতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত অপরিপূর্ণতা দূরীকরণে উদ্যোগসমূহ জোরদার করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংকের এক বিশেষণে দেখা যায়, বার্ষিক শতকরা ১ ভাগ বিদ্যুৎ ঘাটতি বৃদ্ধির ফলে মাঝারি ফার্মের মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা (TFP) শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস পায়। বিদ্যুৎ স্বল্পতায় কৃষি উৎপাদন বিশেষত বোরো শস্য সেচ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা প্রকারান্তরে অর্থনীতিকে গভীরভাবে আঘাত করে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ফিন্যান্সিয়াল রিস্ট্রাকচারিং এন্ড রিকভারি প্লান গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত পরিকল্পনার প্রাথমিক বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেটাইজেশন ও আর্থিক পুনর্বিদ্যায়ন, এবং দক্ষ ও উৎপাদন খরচমুখী বিদ্যুৎ মূল্য নির্ধারণ এবং উন্নত গভর্নেন্স এর আলোকে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) এর শক্তিশালীকরণ জরুরি, যা এ খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের জন্য অধিক আগ্রহ তৈরি করবে।

১.৩২ MFA কোটার অবসান শেষে বিগত ২ বছর বাংলাদেশ সাফল্যজনক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তবে, দেশে কোটা ব্যবস্থা শেষ হওয়ার বৈরী প্রভাব ২০০৮ সনের পর বাস্তবরূপে প্রতিভাত হতে পারে, যখন চীনের উপর আরোপিত বাধা-নিষেধ শেষ হবে। সুতরাং, ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক পোশাক ব্যবসায় টিকে থাকার লক্ষ্যে অবকাঠামোর উন্নয়ন, উৎপাদনকারীদের আর্থিক সামর্থ্য, লেবার কমপায়ন্স স্ট্যান্ডার্ডস্, ডিজাইন ও পণ্য উন্নয়ন ক্ষমতা, আধুনিক উৎপাদন সুবিধাদি, এবং দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবসায়িক সম্পর্ক, এবং আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রাহক ভিত্তির উন্নয়নের মাধ্যমে একটি প্রতিযোগিতামূলক তৈরি পোশাক (RMG) খাত গড়ে তোলা প্রয়োজন। অন্যদিকে, তৈরি পোশাকের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমাতে রপ্তানির বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

১.৩৩ শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো ২০০৮ সনের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ (LDCs) থেকে রপ্তানিকৃত শতকরা কমপক্ষে ৯৭ ভাগ পণ্যের জন্য শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার প্রদানে সম্মত হয়েছিল, যা ২০০৫ সনের ১৩ থেকে ১৮ ডিসেম্বর সময়কালে Hong Kong SAR-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ঘোষিত হয়েছিল। স্বল্পোন্নত দেশসমূহ (LDCs) এবং অন্যান্য নিম্ন উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বার্থে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা জোরদারকরণের জন্য একটি সাফল্যজনক সমঝোতার প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) দোহা উন্নয়ন রাউন্ড এর অধীনে ২০০৬ সনের জুলাই মাসে স্থগিত হয়ে যাওয়া আলোচনা অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় শুরু হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের নেতা হিসেবে বাংলাদেশ স্থগিত আলোচনায় গতি সঞ্চরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বাণিজ্য প্যাকেজে বাজার প্রবেশে অগ্রাধিকার, নমনীয় নীতিমালা ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা সৃষ্টিতে সহযোগিতার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তাবিত সাহায্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের কঠোর প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। WTO আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ কোন সাফল্যের অনুপস্থিতিতে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক চুক্তির মাধ্যমে বিশেষ করে SAFTA ও BIMSTEC এর আওতায়ও বাজারে প্রবেশাধিকার লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার।

১.৩৪ আর্থিক খাতের কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়নে বিশেষত ব্যাংকিং খাতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কর্পোরেটাইজেশন, প্রতিযোগিতাক্ষমতা জোরদারকরণ, সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ, regulatory oversight এবং প্রতিশনিং স্ট্যান্ডার্ড উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে মূলধন পর্যাণ্ডতার হার বৃদ্ধি, ঋণ শ্রেণীবিন্যাসে কড়াকড়ি, ঝুঁকি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ইস্যু, এবং ব্যাংকসমূহের কর্পোরেট গভর্নেন্স উন্নয়নসহ প্রধান প্রধান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানীসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর সংশোধন করা হয়েছে। পাশাপাশি, আর্থিক খাতের অন্যান্য বিভাগসমূহ যথাঃ পুঁজি বাজার ও ক্ষুদ্রঋণ সার্বিক সংস্কার কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা প্রয়োজন। কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর ব্যবস্থা সুসংহতকরণ, কর প্রশাসনের উন্নয়ন এবং সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে fiscal sustainability এর অগ্রগতি সাধনেও সংস্কার কার্যক্রম ভালো সফলতা অর্জন করেছে। ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের উচ্চ ব্যয় কমানোর জন্য ট্রেজারী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, সরকারি

সিকিউরিটি বাজারের বহুমুখীকরণ এবং সরকারি বন্ডের জন্য সেকেন্ডারী বাজারের উন্নয়ন করা প্রয়োজন হবে। এসব এবং অন্যান্য খাতভিত্তিক সংস্কার কর্মসূচি দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার সহকারে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে।

১.৩৫ অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ জোরদারকরণের জন্য অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ ও সুষ্ঠু সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখা জরুরি। সম্প্রতি, বিশ্ব ব্যাংকের "Doing Business 2006" শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যবসায় শুরুর প্রয়োজনীয় সময় ও কার্যপ্রণালি সম্পাদনের নিরিখে চীন, ভারত এবং নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশসমূহের (LIC) উপরে অবস্থান করেছে। ২০০৭ সনের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা জারির পর বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুর্নীতিবিরোধী ও মজুতদারিবিরোধী অভিযানে ত্বরিত ভূমিকা গ্রহণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমে যদিও কিছুটা বিঘ্নতার কারণ হয়েছে, গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অবস্থান আরো উন্নীত হবে।